গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১.০	**প্রকল্পের নাম**	:	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)		
২.০	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)		
৩.০	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	কৃষি মন্ত্রণালয়		
৪.০	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
			রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, আটঘরিয়া, চাটমোহর, ভাংগুড়া, ফরিদপুর, সাথিয়া, বেড়া ও সুজানগর।
				নাটোর	নাটোর সদর, বাগাতিপাড়া, বড়াইগ্রাম, লালপুর, সিংড়া, গুরুদাসপুর ও নলডাঙ্গা।
				সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, কাজিপুর, রায়গঞ্জ, তাড়াশ, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, বেলকুচু ও চৌহালি।
৫.০	**প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়**	:	৬০০৫৩.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়ন)।		
৬.০	**প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল**	:	জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত।		

৭.০ প্রকল্পের পটভূমি: বাংলাদেশ বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং এই জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ গ্রামে বাস করে এবং তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি এবং বর্তমানে কৃষি জমির পরিমাণ মোট ভূমির ৭০.২%। দেশের মোট ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট হলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য বসতভিটা তৈরী ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের কারণে প্রতি বছর ০.৫৬% হারে কৃষি জমি অকৃষি জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এ হারে জমি কমতে থাকলে স্বাভাবিকভাবে ফসল উৎপাদনও কমে যাবে। এছাড়া, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব রয়েছে। এমতাবস্থায়, দেশের এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া, সরকারের 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' বাস্তবায়নের জন্যও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশে উচ্চ ফলনশীল (HYV) জাতের ফসল উৎপাদন অনেক আগে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান ফসল ধান যা সেচ ব্যতিত উৎপাদন অসম্ভব। অন্যান্য ফসল ও সবজি উৎপাদনের জন্যও পানি অপরিহার্য। এদিকে উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল আবাদের পূর্বশর্ত হলো সেচ। সেচের পানি ছাড়া আশানুরূপ ফলন ফলানো একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং আমাদের একটি আধুনিক এবং টেকসই সেচ ব্যবস্থাপনা থাকা অত্যন্ত জরুরি। পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ এই তিনটি জেলা প্রকল্পের আওতাভুক্ত। প্রকল্প এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস থাকলেও পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে সেচ কাজে ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছেনি। অপরদিকে, প্রকল্প এলাকার মোট জমির একটি বড় অংশ নিচু থাকায় বর্ষা পরবর্তী সময়ে খাল/বিলের পানি ঠিকমত নিষ্কাশিত না হওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। নদীর সাথে সংযোগ খাল-নালাসমূহ পুনঃখনন এবং সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে নদী/বৃষ্টির পানি সংরক্ষণপূর্বক সেচ কাজে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর চাপ হ্রাসসহ জলাবদ্ধতা দূর হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে যা বর্তমানে পাবনা জেলায় ১৯৩%, নাটোর জেলায় ১৯০% এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় ২০২%। প্রকল্পের এসকল কার্যক্রমের ফলে প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দারিদ্র্য দূরীভূত হবে। প্রকল্পের যে সকল এলাকায় সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানির অভাব রয়েছে সে সকল এলাকায় সৌরশক্তিচালিত ডাগ ওয়েল খনন করা হবে। খননকৃত সৌরশক্তিচালিত ডাগ ওয়েল দ্বারা একদিকে যেমন ভূ-গর্ভস্থ পানি রিচার্জ হবে অপরপক্ষে সংরক্ষিত পানি সেচ কাজে ব্যবহার করা যাবে। কৃষি কাজের জন্য পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.০ **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

ক) প্রকল্প এলাকায় খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সেচ যন্ত্র পরিচালনার মাধ্যমে ৫৩৪০০ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১৩৩৫০০ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন;

খ) সেচের পানির অপচয় রোধে আধুনিক ও স্থানীয় সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেচ কাজে ন্যূনতম পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

গ) প্রকল্প এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ; এবং

ঘ) প্রকল্প এলাকায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

৯.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ**

- ১৩৫টি ৫ কিউসেক শক্তিচালিত পাম্প, ১৬৫টি ২ কিউসেক শক্তিচালিত পাম্প, ৩০০টি ১ কিউসেক শক্তিচালিত পাম্প, ১৫টি ১২.৫ কিউসেক বার্জ মাউন্টেড ভাসমান পাম্প, ১৫০টি ১.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত পাম্প, ৬০ সেট ২-কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের সাবমার্সিবল পাম্প সেট ক্রয়, স্থাপন ও কমিশনিং;
- ১৩৫ সেট ৫-কিউসেক এলএলপি'র ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, ১৬৫ সেট ২-কিউসেক এলএলপি'র ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, ৩০০ সেট ১-কিউসেক এলএলপি'র ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, ১০০ সেট ২-কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা(প্রতিটি ২৫০ মিঃমিঃ ডায়া ও ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট), ৬০০ সেট ২-কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা(প্রতিটি ২৫০ মিঃমিঃ ডায়া ও ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট) নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ সেট ক্রয় ও স্থাপন;
- ১৫০ সেট ১.৫-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি'র ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ সেট ক্রয় (প্রতিটি ২৫০ মিঃমিঃ ডায়া ও ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট);;
- ৫০ কিঃমিঃ ১২.৫ কিউসেক বার্জ মাউন্টেড ভাসমান পাম্পের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ সেট ক্রয় (প্রতিটি ৬০০ মিঃমিঃ ডায়াবিশিষ্ট);
- ৪৮০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ৩০০ টি সৌরশক্তিচালিত ডাগ ওয়েল স্থাপন, ২টি ভ্যালী (সেন্টার পিভট) ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন;
- ৫০০০০ বঃমিঃ থ্রেশিং ফ্লোর নির্মাণ, ১৫০ টি ছোট আকারের, ৬০ টি মাঝারি আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ১২ টি রেগুলেটর নির্মাণ, ৫৫ কিঃমিঃ আরসিসি গোপাট নির্মাণ, ৬১৫ টি সেচ যন্ত্রে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি।

খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR)

১০.০ **পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ**

১০.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;

১০.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থছাড়, ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১০.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত BoQ অনুযায়ী পরিমাণ সংগ্রহ এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা বাঞ্চনীয়। গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা ও ফলাফল পর্যালোচনা। এছাড়া, মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন Individual Interview, KII (Key Informant Interview) & FGD (Focus Group Discussion), স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তার সমন্বয়ে Local Workshop এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;

১০.৬ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন- অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থাৎ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও উত্তরণের সুপারিশ প্রণয়ন;

১০.৭ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable)করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

১০.৮ প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৯ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis;

১০.১০ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.১১ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদন উপস্থাপন। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১০.১২ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা, স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.১৩ প্রকল্পের অডিট সম্পাদনের বিষয়াবলি বিশ্লেষণ (ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপত্তি আছে কি না, থাকলে কয়টি, বিবরণ কি, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি);

১০.১৪ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতা যাচাই ও ফিজিবিলিটি স্টাডির বিষয়ে পর্যালোচনা;

১০.১৫ সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও উপসংহার প্রণয়ন; এবং

১০.১৬ সেবা ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

১১.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক ফার্ম	-	• প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।
২)	ক) টিম লিডার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি প্রকৌশল/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	• পেশাগত কাজে ১৫ (পনের) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ সেচ ব্যবস্থাপনা কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • ন্যূনতম ০৩ (তিন) টি প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজের অভিজ্ঞতা; • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-২০০৮ এর বিষয়ে সম্যক কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	খ) মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি প্রকৌশল/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা; • ন্যূনতম ২ টি প্রকল্পের পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা;
	গ) জুনিয়র লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি প্রকৌশল/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা; • ন্যূনতম ২ টি প্রকল্পের পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা;
	ঘ) ক্রয় বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	• পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে ক্রয় সংক্রান্ত কাজে ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
	ঙ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/ পরিসংখ্যান/সমাজ বিজ্ঞান/অর্থনীতি/ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ/সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম বা অনুরূপ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	• পেশাগত কাজে ০৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা। • আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ/ প্রভাব মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট ন্যূনতম ০৩টি কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা। • বিভিন্ন statistical tools ও সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ডাটা ম্যানেজমেন্ট ও পরিসংখ্যানিক কাজের অভিজ্ঞতা।

বিঃদ্রঃ পরামর্শক ফার্ম/পরামর্শক দলের সদস্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ সম্পাদনের উপযুক্ত হতে হবে।

১২.০ **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ**

ক্র:	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	৯ কপি (টেকনিক্যাল) কপি
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজি)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	৬০ কপি (বাংলা ৪০+ইংরেজি ২০)

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ হতে হবে।

১৩.০ **সেবা ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক প্রদেয়:**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

২৬/৭/২০২৫

মোঃ সাইফুল ইসলাম
মহাপরিচালক
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার